15

আজকের কাগজ

তারিখ 27 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

রাজশাহী বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার অংকের উত্তরপত্র অবৈধভাবে লিখতে গিয়ে গ্রেফতার ২

আব্দুদ দাইন ঃ রাজশাহী বোর্ডের ১৯৯৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার অংকের উত্তরপত্র অবৈধভাবে লিখতে গিয়ে দু'জন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। ধৃতরা হচ্ছে– পাবনার সাঁথিয়া থানার বোয়ালমারী গ্রামের রফিকুল ইসলাম (২৫) ও সাখাওয়াত হোসেন গোলাপ (২২)। রাজশাহী বোর্ডের ১৯৯৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার সাঁথিয়া কেন্দ্রের অংকের উত্তরপত্র দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি থানার ফুলবাড়ি পুকুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের অংকের শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের কাছে যায়।

আসামীদের বরাত দিয়ে পুলিশ সূত্র জানায়, উত্তরপত্র পাওয়ার পর উক্ত শিক্ষক সাঁথিয়া কেন্দ্রের অংকের পরীক্ষার্থী ও তার পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে। যোগাযোগের পর প্রতি উত্তরপত্রের জন্যে এক হাজার করে টাকা নিয়ে প্রায় দেড়শ' থেকে দুশ' উত্তরপত্রের নম্বর বেশি করে দেয়। এই ঘটনার সাত/আট দিন আগে উক্ত শিক্ষক নিজেই সাঁথিয়া থানার বোয়ালমারী গ্রামে আসে। জানাজানি হয়ে যেতে পারে আশংকায় আসামীদের কাছে পাঁচটি অংকের উত্তরপত্র রেখে যায়। শনিবার ২৬ জুনের মধ্যে (প্রতি উত্তর পত্রের জন্যে এক হাজার করে মোট পাঁচ হাজার টাকাসহ) তার কাছে জমা দেয়ার কথা বলে যায়। আসামীরা উক্ত উত্তরপত্র খুবই সাবধানে পুনরায় লিখতে থাকে। উল্লেখ্য, আসামীরা পরীক্ষার্থীদের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছিলো বলে জানা যায়।

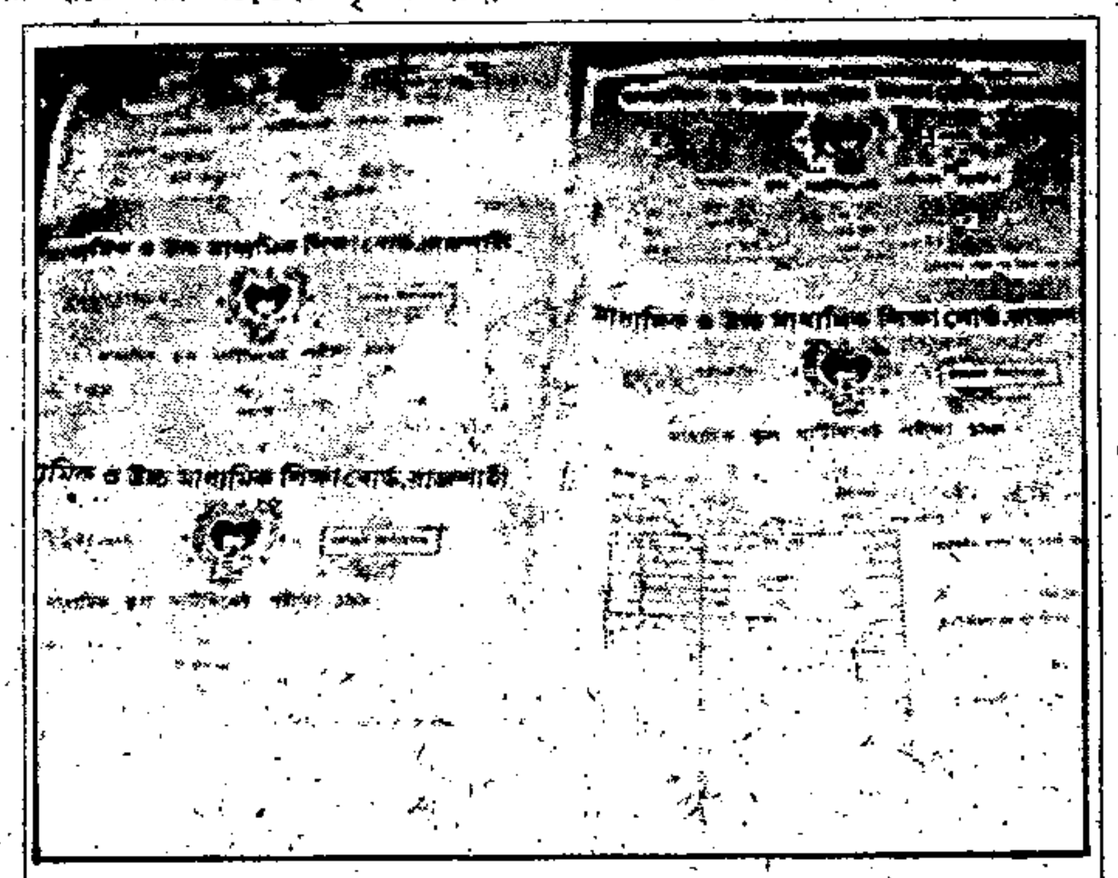

রাজশাহী বোর্ডের ১৯৯৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার সাঁথিয়া কেন্দ্রের উদ্ধারকৃত পাঁচটি অংক পরীক্ষার উত্তরপত্র যা পুনরায় অবৈধভাবে লেখা হচ্ছিলো

সাঁথিয়া থানা পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তথ্য উদঘাটনের জন্যে গভীর অনুসন্ধান চালাতে থাকে এবং সাঁথিয়া থানার বোয়ালমারী গ্রামের মজিদের বাড়ি থেকে ২৩ জুন রাতে লেখা অবস্থায় পাঁচটি উত্তরপত্রসহ দু'জনকে গ্রেফতার করে। উদ্ধারকৃত উত্তর পত্রগুলো হচ্ছে ঃ সর্ব রোল সাঁথিয়া (উত্তরপত্রের নংসহ), রোল- ম-৫৪৮ (৩৭৫৯৮৬), রোল-৫৬৩ (৩৭৫৯৪৯), রোল-৫৬৪ (৩৭৫৯৫০), রোল-৫৬৭ (৩৭৫৯৫৬), রোল- ৫৭১ (৩৭৫৯৭৯)। ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের ৮, ১২ ধারা মতে সাঁথিয়া থানায় মামলা হয়েছে। আসামীদের কোর্টে হাজির করে পাঁচদিনের পুলিশ রিমান্ডে আনা হয়েছে।